NEWAGE

তারিখ 24 APR 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পাবনার শহীদ মনসুর আলী কলেজ

অনুপস্থিত থেকেও নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন যুক্তরাজ্য প্রবাসী এক প্রভাষক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

পাবনার এক কলেজ শিক্ষক যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। অথচ তার অ্যাকাউন্টে দীর্ঘ ১৩ মাসের বেতন জমা হয়েছে। আরও একজন শিক্ষক কলেজে অনুপস্থিত। অথচ তিনি বেতন উঠাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। জানা গেছে, পাবনার শহীদ এম মনসুর আলী কলেজের গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মুসলিমা খাতুন ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন স্বামীর সঙ্গে। একই বছর জানুয়ারি মাসে তিনি স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করেন। এরপর থেকে নিয়মিত তার অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা জমা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুর পুত্রবধূ এবং পাবনার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আকুল হোসেন খান মোহনের মেয়ে মুসলিমা খাতুন ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই কলেজে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ২০১১ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। এছাড়াও একই কলেজের শিক্ষক আবদুল খালেক (বিএম শাখার প্রভাষক) দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানের ভাই হওয়ায় তিনি কলেজে অনুপস্থিত থেকেও বেতন পাচ্ছেন এমন অভিযোগ করা হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর।

এসব বিষয়ে কলেজ অধ্যক্ষ আবদুল মান্নানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মুসলিমা খাতুনের বেতন বন্ধ করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং তার ভাই আবদুল খালেক অসুস্থ বলে তিনি ছুটিতে আছেন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকেও কীভাবে তারা বেতন পাচ্ছেন এমন প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর দেননি।